



3967 - কুরবানীর পশুর গণেশত বণ্টন করার পদ্ধতি; খাওয়ার ক্ষেত্রে ও সদকা করার ক্ষেত্রে

প্রশ্ন

আমি আশা করব য়ে, আপনি এমন কোন হাদিস উল্লেখ করবেন য়ে হাদিসটিকোরবানীর পশুর গণেশত তনিভাগে বণ্টন করার শুদ্ধতাকে প্রমাণ করে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে হাদিসসমূহে কোরবানীর পশুর গণেশত সদকা করার নর্দশে এসছে; অনুরূপভাবে কোরবানীর পশুর গণেশত খাওয়া ও সংরক্ষণ করারও অনুমতি এসছে। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়ছে য়ে, তনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় ঈদুল আযহার সময় বদুঈনদের কছি পরবার দুর্বল হয়ে পড়লে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা তনিদনিরে পরিমাণ জমা রেখে অবশিষ্ট গণেশত সদকা করে দাও। পরবর্তী সময়ে লোকেরা বলল: ইয়া রাসুলুল্লাহ! লোকেরা তো কুরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে পানপাত্র তরী করছে এবং এর চর্বা গলাচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাতে কী হয়ছে? তারা বলল: আপনি তো তনিদনিরে অধিক কুরবানীর গণেশত খাওয়া থেকে নিষেধে করছেন। তনি বললেন: আমি তো বদুঈনদের দুর্বস্থা দেখে একথা বলছিলাম। সুতরাং এখন তোমরা খাও ও সংরক্ষণ কর। [সহহি মুসলমি (৩৬৪৩)] ইমাম নবী "শারহু মুসলমি"-এ বলেন: হাদিসের বাণী: "আমি তো বদুঈনদের দুর্বস্থা দেখে একথা বলছিলাম" এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে য়ে বদুঈন দল এসছিল তাদের প্রতি সহমর্মতি প্রকাশ। হাদিসের বাণী: আমি তো বদুঈনদের দুর্বস্থা দেখে একথা বলছিলাম। এখন তোমরা খাও ও সংরক্ষণ কর" তনিদনিরে অধিক সময় গণেশত সংরক্ষণ করার নিষেধোজ্ঞা বাতলি হওয়ার পক্ষে সরাসরি দলিল। এ হাদিসে কুরবানীর পশুর গণেশত সদকা করা ও খাওয়ার নর্দশে রয়েছে। যদি কুরবানীটা নফল কুরবানী হয় তাহলে আমাদের মাযহাবের আলমেদের নিকট সঠিকি হল: ন্যূনতম যতটুকু দলে সদকা করছে বলা সঠিকি হবে ততটুকু সদকা করতে হবে; আর বেশেরি ভাগ অংশ দিয়ে সদকা করা মুস্তাহাব। তারা বলেন: পূর্ণতার ন্যূনতম রূপ হল: এক তৃতীয়াংশ খাওয়া, এক তৃতীয়াংশ সদকা করা এবং এক তৃতীয়াংশ হাদিয়া দেওয়া। এ মাসয়ালেয় অন্য একটি অভিমত হল: অর্ধকে খাওয়া ও অর্ধকে দান করে দেওয়া। এই মতভেদে হল: মুস্তাহাবের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করার ন্যূনতম পদ্ধতি। যদিও ন্যূনতম যতটুকু সদকা করলে সটোকে সদকা করছে বলা সঠিকি হবে ততটুকু সদকা করাই যথেষ্ট; যমেনটি আমরা পূর্বই উল্লেখ করেছি। আর কুরবানীর পশুর গণেশত খাওয়া মুস্তাহাব; ওয়াজবি নয়। জমহুর আলমে হাদিসের নর্দশে তোমরা খাও কে ব্যাখ্যা



করছেন মুস্তাহাব-অর্থকে কথিবা বধিতার অর্থ; বশিষেতঃ যহেতে নরিদশেটি নিষিধোজ্জ্ঞার পরে উদ্ধৃত হয়েছে।"[সমাপ্ত]
ইমাম মালকে বলেন: খাওয়া, সদকা করা ও গরীবদেরকে কথিবা ধনীদেরকে গশেত দেওয়ার নরিদশিট কোন পরমাণ নাই; কটে
চাইলে কাঁচা গশেত দতি পারনে কথিবা রান্নাকৃত গশেত দতি পারনে। শাফয়েমিযহাবরে আলমেগণ বলেন: অধিকাংশ সদকা
করে দেওয়া মুস্তাহাব। তারা বলেন: পূর্ণতার ন্যূনতম রূপ হল: এক তৃতীয়াংশ খাওয়া, এক তৃতীয়াংশ দান করা ও এক
তৃতীয়াংশ সদকা করে দেওয়া। তারা বলেন: অর্থকে খাওয়াও জায়গে। সর্বাধিক শুদ্ধ অভিমত হল: কিছু পরমাণ দান
করা।"[নাইলুল আওতার (৫/১৪৫), আস্-সরিজুল ওয়াহাজ (৫৬৩)] ইমাম আহমাদ বলেন: আমাদরে অভিমত হল আব্দুল্লাহ
বনি আব্বাস (রাঃ) এর হাদিসি: "সে নজি এক তৃতীয়াংশ খাবে, এক তৃতীয়াংশ খাওয়াবে (যে চায়); আর এক তৃতীয়াংশ
মসিকীনদেরকে দান করবে।" হাদিসিটি আবু মুসা আল-ইসফাহানি "আল-ওয়ায়াযিফি" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করার পর বলেন: এটি
হাসান হাদিসি এবং ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) এর অভিমত। সাহাবীদের মধ্যে অন্য কটে এ দুইজনরে সাথে
ভিন্নমত পোষণ করছেন মরমে জানা যায় না।[আল-মুগনী (৮/৬৩২)]

কুরবানীর পশুর গশেত কতটুকু দান করা ওয়াজবি— এ নিয়ে মতভেদের কারণ হল এ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোর বিভিন্নতা।
কোন কোন হাদিসি যেমন বুরাইদা (রাঃ) এর হাদিসি নরিদশিট কোন পরমাণ নরিধারণ করা হয়নি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গশেত তনিদনিরে বেশি সময় (খতে) নিষিধে
করছিলাম; যাত করে সামরথ্যবান লোকরো অস্বচ্ছল লোকদেরে প্রতিহাত বাড়িয়ে দতি পারে। এখন তোমরা যতদনি ইচ্ছা
খতে পার, খাওয়াতে পার এবং সংরক্ষণ করে রাখতে পার।"[হাদিসিটি তরিমযি তার সুনান গ্রন্থে (১৪৩০) বর্ণনা করার পর
বলেন: এটি একটি হাসান সহি হাদিসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীদের মধ্যে যারা আলমে ও অপরাপর
আলমেগণরে এ হাদিসিরে উপর আমল রয়ছে।]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।